حكم تارك الصلاة

لفضيلة الشيخ :
محمد بن صالح العثيمين
-رحمه الله تعالى-

ترجمة
قسم الجاليات بالمكتب

নামায পরিত্যাগকারীর বিধান

রচনায়:
শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ছা-লেহ আল উছাইমীন
(রাহিমাহুল্লাহ)

তরজমাঃ অনুবাদ বিভাগ

1404016 بنغالي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي
ص .ب. ١٤١٩ الرياض ١١٤٣١ هاتف ٢٤١٠٦١٥ ناسوخ ٢٣٢ - ٢٤١٤٤٨٨
البريد الإلكتروني : sulay@w.cn

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم أما بعد

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য অতঃপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের প্রতি। অতঃপর ধর্মপ্রাণ মুসলামান ভাইদের প্রতি এই ছোট লিফলেটখানা পেশ করা হলো – যাতে সাউদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদের মাননীয় সভাপতি মায়খ মুহাম্মাদ বিন ছা-লিহ আল- উছাইমীনের নিকটে এক বেনামাযী পরিবার সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সেই প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হলো।

প্রশ্নঃ একজন ব্যক্তি যখন তার পরিবারের লোক-জনের নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দিল, তখন তাদের কেহই তার নির্দেশ মানলনা অর্থাৎ নামায পড়ল না। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি তার পরিবারের লোক-জনদের সাথে বসবাস করবে? এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকবে? না সে নিজ পরিবার ছেড়ে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে?

উত্তরঃ যদি ঐ পরিবারের লোকজন কখনোই নামায না পড়ে তাহলে তারা সকলেই কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে, ফলে ইসলাম ধর্মের গণ্ডি হ'তে তারা বেরিয়ে যাবে। কাজেই এ ব্যক্তির পক্ষে তার পরিবারের সাথে বসবাস করা জায়িয হবে না। তবে ঐ ব্যক্তির উপর এটাই ওয়াজিব হবে যে, তিনি বার বার তাদেরকে নামায পড়ার জন্য, কল্যাণের পথে আসার জন্য আহবান জানাবেন। যাতে করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হিদায়েত করেন।

নামায পরিত্যাগকারী কাফের (এই বড় পাপ কাজ হ'তে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন) আমীন। যা কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তাছাড়া ছাহাবায়ে কিরামদের কথা এবং সুস্থ বিবেক দ্বারাও প্রমাণিত।

কুরআন হ'তে দলীলঃ মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِيْ الدِّيْنِ﴾
(التوبة:١١)

অর্থঃ অবশ্য ঐ সমস্ত মুশরিকরা যদি তাওবাহ করে, নামায কায়েম করে আর যকাত আদায় করে, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই হিসাবে গণ্য হবে। (তাওবাঃ ১১)

আয়াতের মর্মার্থ হলোঃ ঐ সমস্ত মুশরিকরা যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখিত কাজগুলি যথাযথভাবে পালন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের ভাই হিসাবে গণ্য হবে না। এ ছাড়া নামায পরিত্যাগ করা এটা এতবড় পাপ কাজ - যার ফলে ধর্মীয় বন্ধনও কোন কাজে আসবে না।

হাদীছ হতে দলীলঃ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ". (رواه مسلم)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, একজন মু'মিন বান্দা এবং কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য হ'ল নামায পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ যারা নামায পড়েন তারা ঈমানদার আর যারা নামায পড়ে না তারা কাফির ও মুশরিক। (মুসলিম)

وَقَالَ أَيْضاً: "اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ". (رواه أصحاب السنن).

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন, আমাদের এবং ঐ সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বস্তু হ'ল নামায। অতএব যে নামায পরিত্যাগ করল , সে আল্লাহর সাথে কুফরী করল। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

ছাহাবায়ে কিরামদের (রাযিআল্লাহু আনহুম) মুখনিঃসৃত বাণী হ'তে দলীলঃ

আমীরুল মু'মিনীন উমার ফারুন (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করল, তার জন্যে

ইসলাম ধর্মে সামান্য পরিমাণ কোন অংশ বা অধিকার নেই।"

আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ "নাবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এর ছাহাবীরা একমাত্র নামায পরিত্যাগ করা ছাড়া ইসলামী অন্য কোন কাজ পরিত্যাগ করলে মানুষ যে কাফির হয় এটা তারা জানতেন না।"

সুস্থ বিবেকের দ্বারা দলীলঃ

সুস্থ বিবেক কি এটাই সমর্থন করবে যে- একজন মানুষ যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, আর যিনি নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম সম্পর্কে এবং ঐ নামাযের মাধ্যমে যে আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভ করা যায় এ সমস্ত বিয়য়ে যিনি অবগত আছেন। এর পরেও তিনি একাধারে নামায পরিত্যাগ করেই চলবেন? এটা কোন রকমেই সম্ভব নয়।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছা-লিহ আল উসাইমীন বলেছেনঃ নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির নয় এ মর্মে যে সমস্ত ভাইয়েরা যে সমস্ত দলীল পেশ করেন, সে সমস্ত দলীলগুলি আমি খুব চিন্তা-ভাবনা করে ও গবেষণা করে দেখেছি যে- ঐ সমস্ত দলীলগুলি নিম্ন চারটি অবস্থার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

১। ঐ সমস্ত দলীলগুলি হয়ত প্রকৃতপক্ষে বেনামাযী ব্যক্তি কাফির কি না এ বিষয়ের দলীল নয়।

২। অথবা ঐ সমস্ত দলীলগুলিকে এমন গুণের সাথে শর্ত লাগানো হয়েছে যে, যে গুণের সাথে ঐ দলীলগুলি নামায পরিত্যাগ করাকে অস্বীকার করে।

৩। অথবা ঐ সমস্ত দলীলকে এমন অবস্থার সাথে শর্ত লাগানো হয়েছে যে, যে অবস্থার ভিতর এই নামায পরিত্যাগ করাকে ক্ষমার চোখে দেখা হয়েছে।

৪। অথবা ঐ সমস্ত দলীলগুলি সাধারণ বা অনির্দিষ্ট। অতঃপর "নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির।" এ সমস্ত হাদীছের দ্বারা উক্ত দলীলগুলিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

"নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির" অনেকেই এ হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, "নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির" অর্থাৎ সে আল্লাহর নি'আমতকে অস্বীকার করেছে, কাজেই সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে না।

এখানে আমাদের কথা হলো- হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির। এছাড়া কুরআন ও হাদীছের কোথায়ও এমন কথা লেখা নেই যে বেনামাযী ব্যক্তি মু'মিন অথবা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা সে জাহান্নামের আগুন হ'তে মুক্তি পাবে। তাহলে আমরা কোন দলীলের ভিত্তিতে অন্যান্যদের মতো (নামায পরিত্যাগকরী ব্যক্তি সত্যিকারার্থে কাফির নয় বরং সে আল্লাহর নি'য়ামতের অস্বীকারকারী) এই ব্যাখ্যার প্রতি ধাবিত হব। অতএব উপরোল্লিখিত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নিশ্চয়ই "নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির" তাহলে ঐ বেনামাযী ব্যক্তির উপর মুরতাদের বিধান সমূহ প্রয়োগ করা যাবে।

নামায পরিত্যাগকারী মুর্তাদের বিধানসমূহঃ

ঐ বেনামাযী ব্যক্তির সাথে কোন মহিলার বিবাহ ঠিক হবে না, কেননা ঐ ব্যক্তিকে যদি বিবাহ করিয়ে দেয়া হয় আর এমতাবস্থায় সে যদি নামায না পড়ে তাহলে ঐ বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে, ফলে ঐ স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। কেননা মুহাজির মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ...﴾ (الممتحنة:١٠)

অর্থঃ যদি তোমরা জানতে পার যে, ঐ সমস্ত মুহাজির মহিলারা ঈমানদার , তাহলে তোমরা তাদেরকে আর কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাইও না। কেননা ঐ সমস্ত ঈমানদার মহিলারা কাফেরদের জন্য হালাল নয়। (সূরা মুমতাহিনাঃ ১০)

২। একজন মুসলমান ব্যক্তি তাকে (মুসলিম রমণীর সাথে) বিবাহ করিয়ে দেয়ার পরে যদি সে নামায একেবারেই ছেড়ে দেয়, তাহলে তার বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। ফলে ঐ স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, উপরে বর্ণিত আয়াতের বিধান অনুযায়ী।

৩। ঐ বেনামাযী ব্যক্তি যদি কোন জানোয়ার জবেহ করে, তাহলে ঐ জবেহকৃত জানোয়ারের গোশ্‌ত খাওয়া যাবে না। কেননা উহা হারাম। তবে জানোয়ার বেনামাযী মুসলমান জবেহ না করে যদি কোন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান জবেহ করে তাহলে তাদের জবেহকৃত জানোয়ারের গোশ্‌ত খাওয়া আমাদের জন্য হালাল হবে। (নামায পরিত্যাগ করার মত এতবড় পাপকাজ হ'তে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি)। কেননা একজন বেনামাযী মুসলমানের জবেহকৃত জানোয়ার ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের জবেহকৃত জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট।

৪। আর ঐ বেনামাযী ব্যক্তির জন্য মক্কা শরীফে এবং মদীনা শরীফের নির্ধারিত সীমানার ভিতর প্রবেশ করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا....﴾ (التوبة:٢٨)

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা তো অপবিত্র। কাজেই তারা যেন এ বছরের পর হ'তে মাসজিদুল হারামের নিকটে আর না আসে। (তাওবাঃ ২৮)

৫। যদি ঐ বেনামাযী ব্যক্তির কোন নিকটাত্মীয় মারা যায় তাহলে ঐ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে বা মিরাছে তার কোন হক বা অধিকার থাকেবেনা। এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান নামাযী ব্যক্তি একদিকে তার বেনামাযী ছেলেকে অপরদিকে তার নামাযী চাচাত ভাইকে রেখে মারা যায়- তাহলে সম্পর্কের দিক দিয়ে অতি নিকটে হওয়া সত্ত্বেও বেনামাযী হওয়ার কারণে তার ছেলে তার মিরাছ পাবেনা।

আর সম্পর্কের দিক দিয়ে দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও নামাযী হওয়ার কারণে তার চাচাত ভাই তার মিরাছ বা পরিত্যক্ত সম্পদ হ'তে অংশ পাবে। কেননা উসামা (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ

"لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".

অর্থঃ কোন মুসলমান কোন কাফিরের পরিত্যক্ত সম্পদ হ'তে কোন অংশ পাবেনা। এমনিভাবে কোন কাফির কোন মুসলামানের পরিত্যক্ত সম্পদ হতে কোন অংশ পাবে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেনঃ

" اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ " (متفق عليه)

অর্থঃ তোমরা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদকে যথাযথভাবে তার প্রাপ্যদারদেরকে পৌঁছিয়ে দাও। প্রাপ্যদারদের হক পৌছিয়ে দেওয়ার পরে যা অতিরিক্ত থাকবে তা আছাবা হিসাবে শুধু পুরুষদের জন্য নির্ধারিত। (বুখারী ও মুসলিম)

৬। ঐ বেনামাযী ব্যক্তি মৃত্যবরণ করলে তাকে গোছল করানো, কাফন পরানো এবং তার জানাযার নামায পড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে কবর দেওয়া ঠিক হবে না। বরং ঐ বেনামাযীর লাশকে গোসল না দিয়ে, কাফন না পরিয়ে, তার পরনের কাপড়-চোপড়সহ মাঠে ময়দানের কোন সুবিধামত স্থানে গর্ত করে তাকে মাটি চাপা দিতে হবে। কেননা ইসলামী শরীয়তে কোন বেনামাযীর জন্য এবং কোন বেনামাযী লাশের জন্য সম্মান বলতে কিছুই নেই। আর এজন্যেই কোন একজন মুসলমানের সামনে যদি অন্য বেনামাযী লোক মৃত্যুবরণ করে -তাহলে ঐ বেনামাযী ব্যক্তির জানাযার নামাযের জন্য অন্য মুসলমানদেরকে আহবান জানানো ঐ মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে বৈধ হবে না।

৭। ক্বিয়ামতের দিন ঐ বেনামাযী ব্যক্তিকে কাফেরদের বড় বড় নেতা যেমন ফিরআউন, হামান, ক্বারুন এবং উবাই বিন খালফদের সাথে একত্রিত করা হবে। (এই জঘন্য পরিণতি

হ'তে আমরা আল্লাহর আশ্রায় প্রার্থনা করি।) এ ছাড়া ঐ বেনামাযী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের মধ্য হ'তে কারো পক্ষে ঐ বেনামাযী ব্যক্তির প্রতি রহমতের জন্য এবং তার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা হালাল নহে। কেননা সে কাফির , সে তার পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে দু'আ পাওয়ার হকদার নহে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيْمِ﴾ (التوبة:١١٣)

অর্থঃ কোন নাবী ও ঈমানদারদের জন্য এটা উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হোক না কেন। এ বিষয় স্পষ্ট হওয়ার পর যে নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত মুশরিকরা জাহান্নামী। (তাওবা:১১৩)

প্রিয় পাঠক ভাইয়েরা! এই নামায পরিত্যাগ করা বিষয়টা বড়ই বিপদজনক হওয়া সত্ত্বেও বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে- বহু মুসলামান ভাইয়েরা নামায পরিত্যাগ করা এতবড় পাপকাজকে একেবারে তুচ্ছ মনে করে। এ ব্যাপারে যেন তাদের কোন অনুভূতি নেই। আর এজন্যেই তারা যে কোন বেনামাযীকে নিজ বাড়ীতে দ্বিধাহীন চিত্তে অবস্থান করার সুযোগ দিয়ে থাকে। উল্লিখিত কাজগুলি সব নাজায়েয।

নামায পরিত্যাগকারী পুরুষ বা মহিলা যেই হোক না কেন- এটাই নামায পরিত্যাগ করার ইসলামী বিধান। কাজেই ওহে নামায পরিত্যাগকারী! অথবা যথাযথভাবে নামায পড়ার ব্যাপারে অলসতাকারী! তুমি সাবধান হও, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার বাকী জীবনটাকে পুন্যময় কাজের দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা কর। কেননা তুমিতো জানো না তোমার মৃত্যু ঘন্টা বাজতে, তোমার জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে, তোমার মৃত্যু সংঘটিত হতে আর কত বৎসর বা কত ঘন্টা বাকী আছে? তোমার মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার সময় একমাত্র আল্লাহরই জানা আছে, অন্য কারো

জানা নেই। অতএব তুমি সদা-সর্বদা নিম্ন লিখিত আল্লাহর এ বাণী স্মরণ কর।

﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيَى﴾. (طه:٧٤)

অর্থঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি (বিভিন্ন রকম অন্যায় অপকর্ম করে) তার প্রতিপালকের কাছে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম। আর ঐ জাহান্নামে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।(ত্বোয়া-হাঃ ৭৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেনঃ

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى.﴾
(النازعات:٣٧-٣٩)

অর্থঃ অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, নিশ্চয়ই তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (সূরা আন্ নাযিআত:৩৭-৩৯)

পরিশেষে হে পাঠকমন্ডলী! আল্লাহ আপনাদের প্রত্যেককেই প্রতিটি ভাল ও কল্যাণময় কাজ করার পূর্ণ তাওফীক দান করুন। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে তাঁর বিধান মুতাবিক জ্ঞান অর্জন করার , আমল করার এবং আল্লাহর পথে মানুষদেরকে আহবান করার পূর্ণ তাওফীক দান করুন। এবং সেই সাথে আপনাদের জীবনের বাকী দিনগুলিকে সৌভাগ্যময় ও আনন্দময় করে গড়ে তুলুন। আমীন।

সর্ব বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এর প্রতি, তাঁর পরিবার ও পরিজনের প্রতি এবং তাঁর সমস্ত সঙ্গী-সাথীদের প্রতি আল্লাহ রহমত নাযিল করুন। আমীন।

والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله)

বিনীত নিবেদক

ফাযীলাতুশ্ শাইখ, মুহাম্মাদ বিন ছা-লিহ বিন উছাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)

এক বেনামাযী মৃত ছেলের জন্য তার মায়ের ফাতওয়া তলব

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য, এরপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সেই নাবীর প্রতি যে নাবীর পরে আর কোন নাবী আসবে না। অতঃপর এক মহিলা তার এক বেনামাযী ছেলে সম্পর্কে তদানিন্তন সাউদী আরবের প্রধান মুফতি মহামান্য শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)এর নিকট এক ফাতওয়া তলব করেছিলেন। পরে শাইখ বিন বায ঐ ফাতওয়া সাউদী আরবের "উচ্চ উলামা পরিষদের" নিকট হস্তান্তর করেছিলেন। এরপর ১৪/১/১৪১৯হিজরী তারিখে (৪১৫) নম্বরে উচ্চ উলামা পরিষদ উক্ত ফাতওয়াকে সাউদী আরবের সরকারী ফাতওয়া ও ইসলামী গবেষণার স্থায়ী কমিটির নিকট পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর ঐ কমিটি উক্ত ফাতওয়ার যে সমাধান দিয়েছিল সেটাই নিচে উল্লেখ করা হলোঃ। ঐ মহিলা যে প্রশ্ন করেছিল তা নিম্নরূপঃ

১৭ বৎসর বয়সের আমার এক ছেলে ছিল, কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত আজ থেকে ২ মাস পূর্বে হঠাৎ গাড়ি এক্সিডেন্টে মারা যায়। ছেলেটি নামায পড়ত না এবং রামাযান মাসে রোযাও রাখত না। তবে আমার জানা মতে এই দুটি পাপ কাজ ছাড়া আর কোন পাপ কাজ তার দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। এমতাবস্থায় ঐ ছেলের পক্ষ হ'তে তার রামযান মাসের রোযাগুলি পূর্ণ করা, তার মাতা হিসাবে আমার জন্য এবং তার ভাইদের জন্য জায়েয হবে কি? এমনিভাবে ঐ ছেলের পক্ষ হ'তে আশুরার রোযা, আরাফা দিনের রোযা এবং সপ্তাহের সোমাবার ও বৃহস্তিবারের রোযা এ সমস্ত নফল রোযাগুলি যদি রাখা হয়, তাহলে কি এর ছাওয়াব আমার ঐ ছেলেকে দেওয়া হবে? এমনিভাবে আমি যদি তার পক্ষ থেকে যোহর নামাযের প্রথমে চার রাকা'আত, যোহর নামাযের পরে দুই রাকা'আত এবং আছর, মাগরিব, ইশা ও ফজর নামাযের প্রথমে দুই দুই রাকা'আত করে নামায যদি পড়ি তাহলে কি এ সমস্ত নামাযের ছাওয়াব আমার ঐ ছেলেকে দেওয়া হবে?

ফতওয়া কমিটি উক্ত বিষয়ে গবেষণা করার পর যে ফাতওয়া বা জবাব দিয়েছিল তা নিম্নরূপঃ

যে ব্যক্তি কোন রোযা না রেখে এবং বেনামাযী অবস্থায় মারা গেল তাকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা যাবে না, কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করল সে কাফির। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেনঃ"بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"

অর্থঃ একজন মু'মিন বান্দা এবং একজন কাফির ও মুশরিকের মাঝে পার্থক্য হ'ল নামায পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ যারা মু'মিন তারা নামায পড়ে, আর যারা কাফির ও মুশরিক তারা নামায পড়েনা। অতএব যারা বেনামাযী অবস্থায় জীবন কাটালো এরপর তারা মৃত্যুর আগে আল্লাহ তা'আলার নিকট অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করার সুযোগ নিলনা। এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং দু'আ করা জায়েয হবে না। অতএব ঐ ছেলের মা ঐ ছেলের মাগফিরাতের জন্য যতই নফল নামায, রোযা ও দু'আ করুক না কেন ঐ ছেলের কোন উপকারে আসবে না। কেননা নামায এমন একটি ইবাদত যা অন্যের পক্ষ থেকে আদায় করার কোন প্রমাণ ইসলামী শরীয়তে নেই। একমাত্র আল্লাহই সকল প্রকার ভাল কাজের তাওফীক দাতা।

পরিশেষে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল ছাহাবীদের প্রতি আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন, আমীন।

পক্ষেঃ

ফাতওয়া ও ইসলামী গবেষণার স্থায়ী কমিটি

সভাপতিঃ শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)

সহ-সভাপতিঃ শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আলুশ-শাইখ।

সদস্যঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল- গুদাইয়ান।

সদস্যঃ বাকার বিন আব্দুল্লাহ আবূ যাইদ।

সদস্যঃ ছা-লিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান।

নির্ধারিত সময় হতে দেরী করে নামায পড়ার বিধানঃ

(حكم تأخير الصلاة عن وقتها)

একমাত্র শারয়ী ওযর এবং বিশেষ কোন অসুবিধা ছাড়া দেরী করে নামায পড়া হারাম ও নাজায়েয। কেননা নামায আদায় করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেহেতু যথা সময়ে নামায আদায় করা ওয়াজিব। অতএব যদি কেহ কোন ওযর ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে বা অলসতা করে নামাযের নির্ধারিত সময় চলে যাওয়ার পরে নামায আদায় করে, তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে, ফলে ঐ নামায আল্লহর দরবারে গৃহীত হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ (النساء:١٠٣)

অর্থঃ নিশ্চয়ই নামাযকে নির্ধারিত সময়ে আদায় করার জন্য মুমিন বান্দাদের উপর ফরয করা হয়েছে। (সূরা আন্ নিসা:১০৩)

অতএব যথাসময়ে নামায আদায় না করার কারণে বান্দার নামায যখন নষ্ট হয়ে যাবে, তখন এর কারণে ঐ নামাযী ব্যক্তি কুফরী করল এবং সে নামায পরিত্যাগকারী হিসাবে গণ্য হবে। শুধু তাই নয় নামায দেরী করে পড়া হারাম একং এটা কুফরী কাজ। আর এ কুফরী কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তি প্রদানের শতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেনঃ

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ (مريم:٥٩)

অর্থঃ (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত) আল্লাহর নেককার বান্দাদের পরে এমন অপদার্থ ও ঘৃণিত লোকজন দুনিয়ায় আসল, যারা নামাযকে ধ্বংস করে দিল এবং তারা কু-

প্রবৃত্তির অনুসরণ করল, কাজেই তারা অচিরেই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। (সূরা মারইয়াম:৫৯)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) সহ আরো

অনেকেই উল্লেখিত আয়াতের (أَضَاعُوْا) অর্থ নষ্ট করা) শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেন যে এখানে (أَضَاعُوْا)এর অর্থ এটা নয় যে, তারা নামাযকে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল; বরং তারা নামাযের নির্ধারিত সময় হ'তে দেরী করে নামায পড়ত। যেমন তারা ফজরের নামায সূর্য উদয়ের পরে পড়ত, এমনিভাবে তারা আছরের নামায সূর্য ডুবার পরে পড়ত।

আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযাম বলেনঃ উমার বিন খাত্তাব (রায়িআল্লাহু আনহু) আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাযিআল্লাহু আনহু), মুয়ায বিন জাবাল (রাযিআল্লাহু আনহু) এবং আবু হুরাইরাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) সহ আরো অন্যান্য ছাহাবী রাযিআল্লাহু আনহুম হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّداً حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ

অর্থঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দিল, এমতাবস্থায় ঐ নামাযের নির্ধারিত সময় ও পার হয়ে গেল তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে এই নামায পরিত্যাগ করার কারণে ঐ ব্যক্তি কাফির ও মুর্তাদ হিসাবে গণ্য হবে।

পরিশেষে উল্লিখিত বক্তব্যের বর্ণনাকারী আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযাম বলেনঃ উপরোল্লিখিত প্রখ্যাত চারজন ছাহাবীর মধ্য হ'তে কেহই উক্ত হাদীছ সম্পর্কে কোন মতানৈক্য করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

নামায দেরী করে পড়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴾ (الماعون:٤-٥)

অর্থঃ অতঃপর ঐ সমস্ত নামাযীদের জন্য মহা দুর্ভোগ, মহাবিপদ রয়েছে যারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন

ও গাফেল থাকে। (সূরা আল- মাউন:৪-৫)

উল্লিখিত আয়াতঃ তারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন থাকে এর অর্থ এটা নয় যে, তারা একেবারেই নামায ছেড়ে দিয়েছিল বরং তারা (মুনাফিকরা) নামাযের নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরে নামায আদায় করত। এখানে কেবলমাত্র নামায দেরী করে পড়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত মুনাফিকদেরকে "অ-য়িল" নামক জাহান্নাম বা ভয়াবহ শাস্তি প্রদানের ওয়াদা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الَّذِيْنَ يَنَامُوْنَ عَنْ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ تُرْضَخُ رُؤُوْسُهُمْ بِالْحِجَارَةِ فِيْ قُبُوْرِهِمْ كُلَّمَا رُضِخَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ لاَ يَفْتُرُ عَنْهُمْ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

(رواه البخاري)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই যে সমস্ত ব্যক্তিরা ফরয নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেল এর শাস্তি হিসাবে মৃত্যুর পরে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের কবরে তাদের মাথাগুলোকে পাথর দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হবে। তাদের মাথাগুলি পাথর দিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার পরে ঐ মাথাগুলি পূর্বে যে রুপছিল ঠিক সেরুপ হয়ে যাবে। কিয়ামত পর্যন্ত পালাক্রমে তাদের কবরে এইরুপ শাস্তি চলতেই থাকবে, কোন রকমেই তাদের থেকে এ শাস্তি শীথিল করা হবে না। (বুখারী)।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে যথা সময়ে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে আদায় কারর পূর্ণ তাওফীক দান কর এবং উল্লিখিত ভয়াবহ সকল প্রকার পরকালীন শাস্তি ও আযাব হ'তে আমাদেরকে রক্ষা করিও আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين